দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২৬ DEC 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আজ ইসির বৈঠক

ঢাকা উত্তর মেয়র নির্বাচন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে উপ-নির্বাচন ও দুই সিটির ৩৬ ওয়ার্ডে ভোটের তারিখ নির্ধারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের শীর্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে বসছেন নির্বাচন কমিশন সচিব। পরীক্ষার মধ্যে তফসিলের তারিখ ঘোষণা সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা করতে আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আগারগাঁওস্থ নির্বাচন ভবনে ইসি সচিবের সভাকক্ষে এ বৈঠক ডাকা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব; ঢাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সভার বিষয়ে বলা হয়েছে, ঢাকা উত্তরের মেয়রের শূন্য পদে উপ-নির্বাচন এবং উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নতুন অন্তর্ভুক্ত ৩৬টি ওয়ার্ডে নির্বাচন উপলক্ষে ফেব্রুয়ারিতে ভোটের তারিখ নির্ধারণ বিষয়ে এ আলোচনা হবে।

আনিসুল হকের মৃত্যুতে শূন্য হওয়া ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের

২০ পৃষ্ঠার পর

মেয়র পদে উপ-নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে করার সিদ্ধান্ত রয়েছে ইসির। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে তফসিল ঘোষণা করতে চায় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি।

সম্প্রতি ইসির ভারপ্রাপ্ত সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ সাংবাদিকদের বলেন, মেয়রের শূন্য পদে উপ-নির্বাচন, সম্প্রসারিত সীমানায় ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নবগঠিত ৩৬টি সাধারণ ও ১২টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদেও একই দিনে ভোট হবে। তিনটি তফসিল একদিনেই ঘোষণা করা হবে এবং একই দিনে ভোট হবে। এ ধারাবাহিকতায় গত বুধবার ইসির ভারপ্রাপ্ত সচিব ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও ডিসিসির সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

এ বিষয়ে একজন আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা বলেন, ভোট আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অগ্রগতি বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্র, ব্যালট বাক্স, বিদ্যমান ভোটার তালিকা ও হালনাগাদ তথ্য, মনোনয়নপত্র ছাপানো প্রস্তুতি, ভোটার তালিকার সিডিসহ আনুষঙ্গিক প্রস্তুতিমূলক বিষয়গুলো তুলে ধরা হয় বৈঠকে।

ইসি কর্মকর্তারা জানান, কমিশনের পরবর্তী সভায় ১১ জানুয়ারির মধ্যে তফসিল ঘোষণা করার প্রস্তাব রাখা হবে। তবে পরীক্ষার মধ্যে নির্বাচন করা হবে না। সে জন্যে ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি উপযুক্ত সময় বিবেচনা করা যেতে পারে। ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এ নির্বাচন শেষ করার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে।